দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢা.বির চারুকলা ইনস্টিটিউটে ৬ বছরের সেশনজট

মোশতাক আহমেদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা ৬ বছরের সেশনজটে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে তাদের শিক্ষাজীবন আজ অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস নিচ্ছেন না। আর শিক্ষকদের অভিযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্লাস রুম না থাকায় ক্লাস নেয়া যাচ্ছে না। ১৯৪৮ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখানে এসএসসি পাস করে ছাত্রছাত্রীরা পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হতো। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হলে সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে দুই বছরের প্রাথমিক কোর্স সমেত পাঁচ বছরের বি.এফ.এ (ব্যাচেলর অফ আর্ট) ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়। ১৯৮৪ সালে কলেজটি স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয় এবং এর তিন বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৭ সাল থেকে দুই বছর মেয়াদি এমএফএ (মাস্টার অফ আর্ট) কোর্স চালু করা হয়। পরে ১৯৯৩ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটে চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স চালু করা হয় এবং একই সাথে এমএফএ কোর্স বহাল থাকে।

এ সময় এসএসসির পর ভর্তি হওয়া সনাতন পদ্ধতি বন্ধ করে এইচএসসির পর অনার্স কোর্সে ভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সনাতন পদ্ধতি বন্ধ হয়ে গেলেও সনাতন পদ্ধতি ১৯৯৫-৯৬ এবং '৯৬-৯৭ সেশনের সেশনজট ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

সেশনজট ঃ চারুকলা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

এমএফএ'র পরীক্ষা আজও অনুষ্ঠিত হচ্ছেন। ১৯৯৫ সালের পরীক্ষা এখনও চলছে। এদিকে, ১৯৯৮ সালের বিএফএ কোর্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও দুই বছর পরও রেজাল্ট প্রকাশিত হচ্ছে না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী তিন মাসের ভেতরে ফল প্রকাশ করতে হয়। দীর্ঘ সেশন জটের কারণে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে। তারা এখন রূপকথার আদু ভাইয়ে পরিণত হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ১০/১৫ ছাত্রছাত্রী বলেছে, অধিকাংশ শিক্ষক অবৈধ টাকার বিনিময়ে 'বাইরের কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে তার নিয়ম মতো ক্লাস নিচ্ছেন না, ফলে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না

চারুকলার সেশনজট সম্পর্কে ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী বলেছেন, ইনস্টিটিউটে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্লাস রুম না থাকায় ক্লাস নেয়া যাচ্ছে না বলে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাও নেয়া যাচ্ছে না। এতে করে সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, আরো ১০/১২টি ক্লাস রুমের প্রয়োজন। তবে সেশনজট দূর হতে আরো দুই বছর সময় লাগবে।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মাহমুদুল হক বলেছেন, শিক্ষকদের সহযোগিতার অভাবে সেশনজটের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, অধিকাংশ শিক্ষক বেশি টাকার বিনিময়ে বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বেশ কয়েকবার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও শিক্ষকদের সহনশীলতার অভাবে তা হচ্ছে না। তবে তিনি বলেন, আগের থেকে সেশনজট অনেক কমেছে।